ভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট

ভাষা আন্দোলন :

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর শাসকগোষ্ঠীর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্য গ্রহন করলে উর্দুকে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্টভাষা করার দাবিতে বাঙালিরা যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাকে ভাষা আন্দোলন বলে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দেশটির রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়। যে সময় পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৫ শতাংশ লোকের মুখের ভাষা ছিলো বাংলা। অথচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাষাভাষী সংখ্যার দিক থেকে ৫ম স্থানীয় ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। মাহমুদ আলী জিন্নাহ এবং খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও তরুণ সমাজ ও

ঘোষনার প্রতিবাদ জানায় এবং তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তারা পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ঘোষনা দেয়।

এ কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি করলে শহিদ হন বরকত, সালাম, জব্বার রফিকসহ আরও অনেক। ফলে ভাষা আন্দোলন আরো বেগবান হয়।

এ আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

~~যুক্ত~~ যুক্তফ্রন্ট :

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যুক্ত পাকিস্তানের প্রথম সাধারন নির্বাচন। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ~~মুসলীম~~ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৩

Scanned with CamScanner

সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যথা:

① আওয়ামী মুসলিম লীগ: মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে।

② কৃষক-শ্রমিক পার্টি: এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে।

③ নেজাম-ই ইসলামি পার্টি: আতাহার আলীর নেতৃত্বে।

④ বামপন্থী গনতন্ত্রী দল: হাজী দানেশের নেতৃত্বে।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিলো নৌকা।

পূর্ব বাংলার জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষনা করেন। নির্বাচনে মোট আসন ছিলো ৩০৯ টি। ১৯৫৪ সালে ৮ মার্চের নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, যুক্তফ্রন্ট মুসলিম ও অমুসলিমের আসন মিলিয়ে ২৩৮ টিতে জয়লাভ করে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে।

Scanned with CamScanner

উঃ পরিশেষে বলা যায়, যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিলো মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়, যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার জনমনে বিপুল প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলনের ফলে জাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে এ নির্বাচনে জনগণের রায় দিয়েছে।

(খ)

ছয় দফা দাবি

উঃ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ৫-৬ ফেব্রুয়ারী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো লাহরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ভিত্তিরূপে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

① ১ম দফা : ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনাপূর্বক পাকিস্তানের প্রতিকারে

অর্থে যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এতে সরকার ব্যবস্থা হবে পার্লামেন্টের পদ্ধতির এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

২য় দফা : যুক্তরাষ্ট্রীয় (কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে থাকবে কেবল দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয় প্রদেশসমূহের হাতে থাকবে।

৩য় দফা : দেশের দুই অংশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের জন্য একটি মুদ্রা থাকবে।

৪র্থ দফা : কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাধীনতা থাকবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কোনো প্রকার ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোর রাজস্বের একটি স্বীকৃতি অংশ শাসনতন্ত্র ব্যবস্থানুযায়ী

কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করবে।

৫ম দফা: প্রতি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব আলাদা করে রাখতে হবে। আঞ্চলিক সরকারই বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি রপ্তানি করার অধিকার রাখবে।

মূল ছয় দফা দাবি মূলত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সমগ্র বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথার্থই এটাকে বাঙালির বেঁচে থাকার দাবি বলে বর্ণনা করেছেন।

(গ)

৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

মূল: ষাটের দশকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অথচ ষাটের দশকে এ প্রতিবাদ গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা প্রতিষ্ঠানিক

আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন থাকেন ও সময় মাওলানা ভাসানী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং এক দিয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষন দেন। এতে পরি-স্থিতির অবনতি ঘটে। গন আন্দোলন আরও তীব্র রূপ ধারন করে এবং প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং সব আসামিদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

গনঅভ্যুত্থানের ফলে ষড়যন্ত্রমূলক এ মামলার অবসান ঘটে।

গনঅভ্যুত্থানের কারনে পূর্ব পাকিস্তানে উত্তপ্ত রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করে। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষনা দেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করে।

Scanned with CamScanner

১৯৫২ সালে গণঅভ্যুত্থান বাঙালির রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ রচনা করেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার জনগণ নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে যার ফলে ক্রমান্বয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ঘটে।

(ঘ)

৭০ এর নির্বাচন

Ans পাকিস্তানের রাজনীতিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত সুদূর প্রসারি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় তৃতীয় তেইশ বছরের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষনের হাত থেকে বাঙালি জাতির স্বাধীকার ও মুক্তিলাভের বহিঃপ্রকাশ.

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ...

কথা ছিলো ২২ অক্টোবর। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

দল	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	সর্বমোট আসন
আওয়ামী লীগ	১৬০	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৮৩	৫	৮৮
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬	১	৭
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৭	০	৭
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৯	০	৯
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২	০	২
পাকিস্তান ডেমো. পি.	১	০	১
জামায়াতে ইসলামী	৪	০	৪
জমিয়তে উলামা-ই	৭	০	৭
নির্দলীয় প্রার্থী	১৪	০	১৪
মোট আসন	৩০০	১৩	=৩১৩

সংসদের নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই অংশের মোট ২৪ টি রাজনৈতিক দল এবং অসংখ্য নির্দলীয় ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ইত্যাদি। লক্ষ করলে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে

Scanned with CamScanner

১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন লাভ করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮ টি আসনের মধ্যে ৮৩ টি আসন লাভ করে ভুট্টোর পিপলস পার্টি। তবে এ দল পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন লাভ করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি জয়লাভ করে।

ঘ। প্রকৃতপক্ষে সত্তরের নির্বাচনই বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর মাধ্যমেই বাঙালিরা প্রথম বারের মতো আত্ম-অভিজ্ঞতা ও স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ লাভ করে। সত্তরের নির্বাচন আবারও প্রমাণ করে যে আওয়ামী লীগই আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে হাতবিভক্তির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ নির্যাতনমূলক ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এরপর বহু আশা প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর শোষণে বিপর্যস্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে আত্মপ্রকাশ লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে বাঙালি প্রথম স্বাধিকারের বিষয়ে সচেতন হতে থাকে। অধিকার সচেতন ছাত্র-জনতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এরপর পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা। এ নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করে, পূর্ব বাংলার

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ পৃথক। বরাবর পাকিস্তানের স্বৈরাশাসকদের শোষন নির্যাতন ও অবিচার বিরুদ্ধে ৬য় দফা ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শোষিত বাঙালিদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ছিলো এ দাবিগুলোর লক্ষ্য। পরবর্তে আগরতলা মামলার প্রত্যক্ষ ফল ছিলো ১৯৬৯ সালের গনঅভ্যুত্থান। যা পরবর্তিতে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ এ বঙ্গাবন্ধুর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

Scanned with CamScanner